প্রথম আলো

তারিখ 14 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

- এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শুধু চলতি বছরেই অবৈধভাবে সম্মানী ভাতা নিয়েছেন ২৭,৬০,৫০০ টাকা
- কর্মকর্তাদের একাংশ অর্থের বিনিময়ে দরপত্র আহ্বানের আগেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে প্রাক্কলিত দর জানিয়ে দেন
- এনসিটিবির কর্মকর্তারা বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক
- পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শীদের প্রাধান্য
- সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্তদের কেউ কেউ অফিসে বসে শেয়ার ব্যবসা, এনজিও পরিচালনা ও মুদ্রণকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে ছয়টি উৎসব ভাতা গ্রহণ করেন। এরপরও নানা ছুতোয় চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে কর্মচারী পর্যন্ত সম্মানী ভাতার নামে হাজারো টাকা নেন। চলতি বছরেই মোট সম্মানী ভাতা নিয়েছেন ২৭ লাখ ৬০ হাজার ৫০০ টাকা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, এনসিটিবির কর্মকর্তাদের একাংশ আর্থিক লাভের জন্য পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্র আহ্বানের আগেই প্রাক্কলিত দর নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেন। পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে দরপত্র জমা দেয়। নিম্নমানের কাগজে বই ছাপিয়ে অর্থের বিনিময়ে বলা হয় সন্তোষজনক। একইভাবে দেরিতে বই দিয়ে সঠিক সময়ে দেওয়ার প্রতিবেদন দেওয়া হয়।

রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন টিআইবির গবেষক মোরশেদা আক্তার। এ সময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এখানে অনিয়মের ব্যাপক চিত্র উঠে এসেছে। তবে নীতি অনুযায়ী কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, এনসিটিবির অধীনে বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, ছাপা ও বিতরণ পর্যায়ে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। এতে আরও বলা হয়, এনসিটিবির পাঠ্যবই সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালন না করে অফিস সময়ে ইন্টারনেটে শেয়ার ব্যবসা, ব্যক্তিগত এনজিও পরিচালনা ও মুদ্রণকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণে ব্যাপক দুর্নীতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা এসব তথ্য-বক্তব্য পেয়েছেন। এ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করণীয় ঠিক করে পরে জানানো হবে।

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৬ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ছাপা হয়। আসন্ন শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩৫ কোটির কিছু বেশি বই ছাপা হচ্ছে।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে অনিয়ম ও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ

গবেষণা বলছে, পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে কমিটি গঠনে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দলীয় বিবেচনায় কমিটি থেকে কাউকে কাউকে বাদ দেওয়া হয়। কোনো কোনো লেখা নির্বাচনে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রভাব দেখা যায়।

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়, একটি সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী মাদ্রাসার পাঠ্যবই থেকে 'হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশি বলে মনে হওয়া' নাম বাদ দিয়ে সেখানে ইসলামি নাম দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঁচটি পাঠ্যবই থেকে ১৬টি লেখা বাদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে ওই গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী ১১টি কবিতা বাদ দেওয়া হয়। এনসিটিবির চেয়ারম্যান হিন্দুধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁর নাম মাদ্রাসার বইগুলোতে উহ্য রাখা হয়েছে।

লেখকদের না জানিয়ে লেখা সংযোজন-বিয়োজন ছাড়াও শিক্ষাক্রম অনুসরণ না করেই অনেক সময় অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করা হয়। যেমন ২০১২ সালে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বইয়ে দুটি কবিতা বাদ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার লেখা একটি কবিতা অন্তর্ভুক্তির জন্য তাঁর মৌখিক নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা কমিটি কাজ বন্ধ রেখেছিল। ফলে এক মাস পর বই ছাপানো হয় এবং নির্ধারিত সময়ে বই পাওয়া থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। এমনকি তথ্য গোপন করে কবি পরিচিতিতে পদবি না লিখে 'সরকারি চাকরি' লেখা হয়।

এনসিটিবিতে এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে আরেক বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন অর্থনীতির শিক্ষককে বাংলা, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষককে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে দেওয়া হয় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই সম্পাদনার দায়িত্ব। দর্শন বিষয়ের শিক্ষাক্রম তৈরি না করা হলেও এনসিটিবির ৬৪ জনের মধ্যে ৭ জন দর্শন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। অনেক ক্ষেত্রে ঢাকায় থাকার জন্য এই সংস্থায় বদলিতে প্রভাব বিস্তার করা হয়।

প্রতিবেদন বলছে, এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালনের ফলে পাঠ্যবইয়ে ভুলসহ নানা অসংগতি দেখা যায়। যেমন ২০১৬ সালের ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে ৫৮টি ভুল সংশোধন হলেও ২০১৭ সালে আবার ২০টি ভুল দেখা যায়। মূল কবিতা বিকৃত করা হয়েছে। ছবির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নেই এমন ছবি ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো ভুল সংশোধন করতে গিয়ে নতুন করে ভুল করা হয়েছে। প্রুফরিডার নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও তদবির হয়। মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় না।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও সরবরাহে যেভাবে অনিয়ম হয়

টিআইবির গবেষণা বলছে, দরপত্র আহ্বানের আগে প্রাক্কলিত দর দরপত্র কমিটির সদস্য ছাড়া অন্য কারও জানার নিয়ম না থাকলেও এনসিটিবির দরপত্র কমিটির একাংশ পছন্দের মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানকে আগেই প্রাক্কলিত দর জানিয়ে দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। আবার এনসিটিবির কর্মকর্তাদের বেনামে মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্রে অংশগ্রহণ বা কাজ পাওয়ার তথ্য দিয়েছে টিআইবি। কারিগরি কমিটিতে অযোগ্য হলেও ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে কাজ দিতে চাপ দেওয়া হয়। কেউ কেউ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকা সত্ত্বেও কাজ পায়। শতকরা ২০ ভাগ কাজ অন্যের মাধ্যমে (সাব-কন্ট্রাক্ট) করার অনুমোদন থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠান শতভাগ পর্যন্ত অন্যের মাধ্যমে কাজ করে। এনসিটিবি বিএসটিআই সনদবিহীন কাগজের মিলগুলোর কাছ থেকে নিয়মের বাইরে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নামে কার্যাদেশ দেয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন কাগজ দেয় না। কয়েকটি জেলায় নির্ধারিত সময়ের পাঠ্যবই দিতে ব্যর্থ হলেও সঠিক সময়ে দেওয়ার প্রতিবেদন দেওয়া হয়।

এনসিটিবিতে রাজনীতির প্রভাব ও পাঠ্যবইয়ের সাম্প্রদায়িকতাকরণ প্রসঙ্গে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'আমরা মেধাভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার হারাতে বসেছি। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জায়গা থেকে বিচ্যুতি হওয়ার মতো ঝুঁকির মধ্যে পড়েছি।'

বিবেচনাটা সঠিক নয় : শিক্ষামন্ত্রী

টিআইবির এই প্রতিবেদন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তাদের এই বিবেচনাটা সঠিক নয়। আমরা এমন কোনো বড় পরিবর্তন নিয়ে আসি নাই, যার ফলে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হতে পারে।' তিনি বলেন, দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, লেখকদের সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে ওয়ার্কশপ করে বই হস্তান্তর করা হয়েছে। এর থেকে বেশি স্বচ্ছতা আর কীভাবে হবে? তিনি বলেন, প্রবীণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে তারা সঠিক করেনি।